বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 11, Issue 3, 2020

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করে । কর্মসূচির মধ্যে ছিল খতমে কুরআন, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

সকাল সাড়ে নয়টায় মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার এর নেতৃত্বে বিএলআরআই এর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ১০:০০ টায় বিএলআরআই এর সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। ইনস্টিটিউটের সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন ।

সভাপতির বক্তব্যে ড. নাথু রাম সরকার বলেন, জাতীয় শোক দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হলো, আমরা যার যার অবস্থান থেকে জাতির পিতার অসমাপ্ত কর্মগুলো সমাপ্ত করব এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অংশীদার হব।

আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক মো: আজহারুল আমিন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের বিএলআরআই পরিদর্শন

প্রাণিসম্পদ কৃষিখাতের অন্যতম একটি উপখাত। সম্ভাবনাময় এ উপখাতের উন্নয়নে সময়োপযোগী নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। এমন সব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারকারীদের জন্য উপকারে আসে। বিএলআরআই এর বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি, এ কথা বলেন। এসময় তিনি প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে

নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানান।

গত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সাভারস্থ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ মন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত সফরে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিএলআরআই এর অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং এ স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ফটোগ্যালারি উদ্বোধন; বেলা ১১:০০ ঘটিকায় এই ইনস্টিটিউটের পাচুটিয়া খামার, বিদেশী ভেড়ার খামার ও মহিষ খামার পরিদর্শন; বেলা ১১:৩০ ঘটিকায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ফলদ বাগান উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন; দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় বিএলআরআই এর এএমআর ল্যাব উদ্বোধন; দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় বিএলআরআই এর উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ও বিএলআরআই এর কর্মকর্তা বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এসময়ে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রওনক মাহমুদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব সুবোল বোস মনি, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) এর বিএলআরআই পরিদর্শন

গত ২৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন এর কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ মহোদয় বিএলআরআই পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে পরিদর্শনের পূর্বে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বিএলআরআই এর সম্মেলন কক্ষে ইনস্টিটিউটের সর্বস্তরের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মকর্তাদের পাশাপাশি এ সভায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১৫ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ বিএলআরআই এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। এ সময় বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রধান অতিথি তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচনের জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানান। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। মতবিনিময় সভা শেষে সদস্য (সচিব)

মহোদয় বিএলআরআই এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বিএলএরআই এর গবেষণা খামার ও ল্যাব পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ ও গণমাধ্যম কর্মীরা সচিব মহোদয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন । সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে তিনি মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিএলআরআই এ স্থাপিত ফলদ বাগানে বৃক্ষরোপন করেন। বৃক্ষরোপন শেষে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর সমাপ্ত করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের মায়ের মৃত্যুতে দোয়া মাহফিলের আয়োজন

বিগত ২৭/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকার সময় বিএলআরআই এর সম্মেলন কক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি মহোদয়ের "মা" মাজেদা বেগম এর মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএলআরআই মসজিদের পেশ ইমাম মাওঃ মাহমুদুল হাসান।

করোনাকালীন ছাগল পালনকারী খামারীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে করোনাকালীন সময়ে প্রকল্পের তালিকাভুক্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনকারী খামারীদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের উপকরণ যথাক্রমে সার, ঘাসের কাটিং, খামারের বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে গত ১৫/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার পাঁচপাই, পাঁড়াগাও ও গাংগাটিয়া এলাকার সকল ভেড়া ও ছাগলকে পিপিআর ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় এবং কৃমিনাশক বিতরণ করা হয়।

আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড এ বিএলআরআই উদ্ভাবিত এমসিটিসি মুরগির বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত দেশীয় আবহাওয়া

উপযোগী মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি)-এর বাণিজ্যিক উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বিগত ১৪ আগস্ট, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার কিশোরগঞ্জের ভাগলপুরে অবস্থিত আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড পরিদর্শন করেন। এমসিটিসি গবেষণার প্রধান গবেষক উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ রাকিবুল হাসান ও সহযোগী গবেষক বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী মহাপরিচালকের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন। উল্লেখ্য, নতুন উদ্ভাবিত এ জাতটি দেখতে অবিকল দেশি মুরগির মত এবং স্বাদেও অনুরূপ। এটি দেশের আবহাওয়ায় অত্যন্ত উপযোগী। রোগবালাই কম হয় বলে এ জাতের মুরগি পালন করে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব। এমসিটিসি জাতটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক খামারি পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড-এর সাথে সম্প্রতি বিএলআরআই এর একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়।

এমসিটিসি-এর বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবু লুৎফে ফজলে রহিম খানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এমসিটিসি-এর প্যারেন্ট ও বাণিজ্যিক খামার পরিদর্শন করেন। খামার পরিদর্শনকালে বিএলআরআই এর গাইড লাইন অনুযায়ী মুরগির উৎপাদন দক্ষতা, ডিমের আকারসহ সামগ্রিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করে মহাপরিচালক সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শন শেষে যৌথ আলোচনায় ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্লানেট এগ্রো লিমিটেড এ বিএলআরআই-এর উন্নয়নকৃত দেশি মুরগির বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়নকৃত দেশি মুরগির বাণিজ্যিক উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বিগত ১৪ আগস্ট, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে অবস্থিত প্লানেট এগ্রো লিমিটেড পরিদর্শন করেন। মহাপরিচালকের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও দেশি মুরগি গবেষণার প্রধান গবেষক উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শাকিলা ফারুক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ। উল্লেখ্য, বিএলআরআই এর উন্নয়নকৃত দেশি মুরগির জাতগুলোর উৎপাদন দক্ষতা গ্রাম-গঞ্জে বিদ্যমান দেশি মুরগির তুলনায় অনেক বেশি। এগুলো দেশের আবহাওয়ায় উপযোগী হওয়ায় রোগ বালাইয়ের সংক্রমণ খুবই কম। এছাড়াও, দেশীয় এ মুরগিগুলোর দৈহিক ওজনও তুলনামূলক ভাবে বেশি হওয়ায় এগুলো পালন করে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব। দেশি জাতের মুরগিগুলোর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক খামারি পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে

স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান প্লানেট এগ্রো লিমিটেড বিএলআরআই-এর সাথে নীতিগত চুক্তির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে এবং 'দেশি প্লাস' নামে বাণিজ্যিকভাবে বাচ্চা উৎপাদন করছে। প্লানেট এগ্রো লিঃ প্রতি সপ্তাহে প্রায় আশি হাজার বাচ্চা উৎপাদন করছে এবং প্রতি সপ্তাহে ১ থেকে ২ লক্ষ একদিন বয়সি বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশি মুরগির বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্লানেট এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শামীম আল মামুনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ দেশি মুরগির প্যারেন্ট ও বাণিজ্যিক খামার পরিদর্শন করেন। খামার পরিদর্শনকালে বিএলআরআই এর গাইড লাইন অনুযায়ী মুরগির উৎপাদন দক্ষতা, ডিমের আকারসহ সামগ্রিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করে মহাপরিচালক সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শন শেষে যৌথ আলোচনায় ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা " প্রকল্পের অধীনে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার পাড়াগাঁওকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মডেল ভিলেজ হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। গত ০৮ আগস্ট, ২০২০ কয়েকটি খামার পরিদর্শন করা হয়। এই এলাকার কোনো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলকে কোনো জাত দ্বারা ক্রস করা হয় না। এলাকার খামারীরা এই ব্যাপারে খুবই উদ্বুদ্ধ। আমাদের নিজস্ব এই অমূল্য সম্পদকে রক্ষার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পরে পরিদর্শন টিম ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং খামারীদের সাথে মত বিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ, বিএলআরআই এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব আবু হেমায়েতসহ প্রকল্পের রিসার্চ এসোসিয়েটগণ উপস্থিত ছিলেন।

কারিগরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১/৯/২০২০ খ্রি: তারিখ বিকাল ২:৩০ ঘটিকার সময় বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারিগরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার । ইনস্টিটিউটের সকল শাখা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পিপিআর রোগ নির্মূলে টিকাদান কর্মসূচি

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা " প্রকল্পের অধীনে ছাগলের পিপিআর রোগ নির্মূলে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর এর পার্শ্ববর্তী এলাকা বাহাদুরপুর, বড়বালিয়াডাঙ্গা ও পাঁচবাড়িয়ার সব ছাগল ও ভেড়াকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। এই এলাকায় নিয়মিত ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম চলমান থাকবে। এই এলাকায় অন্য এলাকা হতে নতুন কোন ছাগল-ভেড়া আসলে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে। বৈশ্বিক অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে ২০২৫ সালের মধ্যে পিপিআর রোগ নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশের ক্রান্তিলগ্নে বিএলআরআই এর Covid-19 সনাক্তকরণের সক্ষমতা এবং অর্ধ-পরিমান rRT-PCR কিট ব্যবহারে সফলতা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ও জুনোটিক রোগের প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করে আসছে। এই ইনস্টিটিউট হতে উদ্ভাবিত ছাগলের পিপিআর ও গরুর ক্ষুরা রোগের টিকা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে । বর্তমান সময়ে (ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত) সারা বিশ্বব্যাপী Covid-19 তথা সার্স -করোনা ভাইরাস -২, কেড়ে নিয়েছে প্রায় সতের লক্ষাধিক মানুষের জীবন এবং আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সাত কোটি সত্তুর লক্ষাধিক এবং সুস্থ্য হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি একচল্লিশ লক্ষ মানুষ । বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস সনাক্ত হয় ৮মার্চ' ২০২০ এবং ক্রমশই এর ব্যাপকতা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে (ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত) বাংলাদেশে Covid-19 সংক্রমণের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় সাত হাজার তিনশত মানুষ এবং আক্রান্ত হয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক এবং সুস্থ হয়েছে প্রায় চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার । এমতাবস্থায় বিএলআরআই জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে, দেশের ক্রান্তিলগ্নে Covid-19 সনাক্তকরণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং

BSL-2 ল্যাবসহ তার সক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের কাছে তুলে ধরে। এরই প্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুরোধক্রমে, গত ২৪ এপ্রিল ২০২০ এ সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ থেকে প্রথম বারের মত কোভিড -১৯ সন্দেহভাজন নমুনা গ্রহণ করা হয় এবং ২৫ এপ্রিল থেকে Covid-19 সনাক্তকরণের কাজ শুরু করা হয়। এই ইন্সটিটিউটের BSL-2+ সক্ষমতা সম্বলিত OIE স্বীকৃত NRL-AI (এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় রেফারেন্স গবেষণাগার) ল্যাবরেটরিকে Covid-19 সনাক্তকরণের জন্য ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ মর্মে বিএলআরআই এর সম্মানীয় মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার ল্যাবরেটরির কার্যক্রম তত্ত্বাধানের জন্য মোঃ আজহারুল আমিন, অতিরিক্ত পরিচালককে আহবায়ক এবং ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, এসএসও কে ফোকাল পয়েন্ট করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে দাপ্তরিক আদেশ জারি করেন এবং Covid-19 সনাক্তকরণের জন্য প্রথম পর্যায়ে ১৪ জন এবং পরবর্তীতে আরো ৩ জনসহ মোট ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি দক্ষ কারিগরি কমিটি গঠন করে দাপ্তরিক আদেশ জারি করেন। Covid-19 সনাক্তকরণ টিম সদস্যদের মধ্যে ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, সিএসও; ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, এসএসও ; ডাঃ মোঃ জাকির হাসান, এসও; ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী, এসও; ডাঃ মাহমুদুল হাসান, এসও; ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, এসও; ডাঃ মোঃ এহসানুল কবীর, এসও; ডাঃ শরিফুল ইসলাম, ইপিডেমিওলজিস্ট; রুহিনা বেগম, রিসার্চ ফেলো; মামুন সরকার, রিসার্চ এসোসিয়েট; মোঃ মোমিনুল ইসলাম, জুনিয়র মাঠ সহকারী; কাজী মোকাম্মেল, ল্যাব টেকনিশিয়ান; মোঃ আমিরুল ইসলাম, ল্যাব টেকনিশিয়ান; মোঃ আনোয়ার হোসেন, ল্যাব এটেনডেন্ট; শামীম আহমেদ, ল্যাব এটেনডেন্ট; মোঃ মোখলেছুর রহমান, ল্যাব এটেনডেন্ট; বিপ্লব পোদ্দার, ল্যাব এটেনডেন্ট অন্যতম। NRL-AI (এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় রেফারেন্স গবেষণাগার) ল্যাবরেটরির পরিচালক ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ Covid-19 সনাক্তকরণ ল্যাবরেটরির ল্যাব ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, বরিশাল ও অন্যান্য এলাকাসহ ২৫ এপ্রিল থেকে ৩০ নভেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ২৭,১০০ নমুনা পরীক্ষা করা হয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের MIS ডাটাবেজে সংযুক্ত করা হয় এবং গড় সংক্রমণের হার প্রায় ১৬ শতাংশ। বিশ্বে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে চীনের উদ্ভাবিত Sansure Biotech এর rRT-PCR কিটটি এ রোগের সনাক্তকরণের জন্য বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে ১টি কিট বক্স দিয়ে ২৪ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু এ কিটের ব্যাপক চাহিদা ও আর্ন্তজাতিক ফ্লাইট বিলম্বিত হওয়ায় কারনে জুন মাসের শুরু থেকে কিটের সরবারহ খানিকটা কমে যায় । এ দিকে সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় কোভিড -১৯ এর সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপুর্ণ এলাকা ও অন্যদিকে কিটের অপ্রতুলতা এই বিষয় বিবেচনায় নিয়ে

বিএলআরআই এর কোভিড -১৯ গবেষক দল ফোকাল পয়েন্ট ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ এর নেতৃত্বে কিভাবে কিটের ব্যাবহার কমিয়ে অধিক নমুনা পরীক্ষা করা যায় এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন । ২০০৭ সালে বার্ডফ্লু রোগের সময় কিটের খরচ কমিয়ে অধিক নমুনা পরীক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীবৃন্দ ৩টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে টানা ৭ দিন নিরলস ভাবে পরিশ্রম করে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে ১ টি কিট দিয়ে ২ জনের নমুনা পরীক্ষা প্রায় ১০০% সফলভাবে করা সম্ভব। প্রথমে তারা ৩৬০টি নমুনার জন্য ৩৬০ টি কিট ব্যবহার করে যে ফলাফল পান একই ৩৬০টি নমুনার জন্য ১৮০টি কিট অর্থাৎ ১টি কিট দিয়ে ২টি নমুনা পরীক্ষা করে প্রায় ১০০ ভাগ একই ফলাফল পান । অর্থাৎ ১টি কিট দিয়ে ২টি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব। এই উদ্ভাবনের বিষয়টি ফোকাল পয়েন্ট মহাপরিচালক বিএলআরআই ড. নাথু রাম সরকার কে অবগত করেন এবং অন্যান্য ৫৯টি ল্যাবের সাথে আলোচনা করেন । শুরুতে সবাই অবাক হলেও পরীক্ষামূলক ভাবে তারাও নমুনা পরীক্ষণ করে আশ্বস্ত হন যে ১টি কিট দিয়ে ২টি নমুনা পরীক্ষা করে প্রায় ১০০ ভাগ নিশ্চিতভাবে সম্ভব । পরবর্তী বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৃষ্টিতে আনা হলে তারা স্বস্তি প্রকাশ করেন এবং দেশের সকল Covid-19 ল্যাবে ১টি কিট দিয়ে ২টি নমুনা পরীক্ষণের অনুরোধ জানান। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে এই উদ্ভাবনে বিএলআরআইকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সবাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও ব্যাপক প্রসংশা করেন। অর্ধেক খরচে দ্বিগুণ নমুনা পরীক্ষণের এই ব্যাপক অর্থনৈতিক সাশ্রয়ী পদ্ধতি বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মতামত প্রকাশ করেন । বর্তমানে Sansure Biotech এর rRT-PCR কিটের দাম ৬০,০০০ টাকা । অর্থাৎ ১টি নমুনা সনাক্তকরণে শুধুমাত্র কিটের মূল্যে ২৫০০ টাকা । কিন্তু বিএলআরআই উদ্ভাবিত এই প্রটোকল ব্যবহার করলে কিট প্রতি খরচ হবে ১২৫০ টাকা অর্থাৎ অর্ধেক খরচে পরীক্ষা করা সম্ভব। এই উদ্ভাবনের ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ১টি কিটের খরচে ২টি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব এবং এতে বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপক অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে । এখন ১০০০ কিট দিয়ে ২০০০ জন মানুষের নমুনা পরীক্ষা অর্ধেক খরচে করা সফলভাবে সম্ভব। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার বলেছেন দেশের যে কোন প্রয়োজনে বিএলআরআই তার উদ্ভাবনী সক্ষমতা দিয়ে পাশে থাকতে বদ্ধপরিকর।

উপদেষ্টা
ড. নাথু রাম সরকার
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী
মোঃ আল-মামুন

বিএলআরআই কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ই-মেইল : infoblri@gmail.com ওয়েব : www.blri.gov.bd, ফোন : ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স : ৮৮০২-২-৭৭৯১৬৭৫